মানবিক কর্মকাণ্ডে সমন্বয় এবং ক্লাস্টার পদ্ধতি:

আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্থার জন্য সংক্ষিপ্ত সহায়িকা

এই সহায়িকাটি আপনাকে মানবিক কর্মকাণ্ডে ক্লাস্টার পদ্ধতি কী তা বুঝতে সাহায্য করবে। এতে এই পদ্ধতির বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং আপনার সংস্থার কেন তাতে যোগ দেয়া উচিৎ তা বর্ণনা করা হয়েছে।

Global Education Cluster

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

Save the Children

এই নির্দেশিকাটি সেভ দ্য চিলড্রেনের অর্থায়নে ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স এবং গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টার লোকালাইজেশন টাস্ক টিম মিলিতভাবে তৈরি করেছে। আপনি গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টার এর ওয়েবসাইটে এই নির্দেশিকাটির সম্পাদনাযোগ্য সংস্করণ পাবেন, যা আপনি আপনার কাজের সাথে প্রাসঙ্গিক করে নিতে পারেন।

ক্লাস্টার পদ্ধতি কী?

এটি কিছু কাঠামো, প্রক্রিয়া, নীতি এবং প্রতিশ্রুতির একটি সেট যার মাধ্যমে কোনও জাতীয় সরকার আন্তর্জাতিক সহায়তার অনুরোধ করলে সেখানে মানবিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা হয়। এর লক্ষ্য হলো মানবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের সুসংগঠিত করা এবং সংকটাপন্ন মানুষদের প্রতি তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

ক্লাস্টার কী?

ক্লাস্টার হলো মানবিক সংস্থাগুলোর স্বেচ্ছায় গড়ে তোলা কয়েকটি দল যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি নির্দিষ্ট কৌশলগত বিভাগ বা সেক্টরে কাজ করে। এই চিত্রের গাঢ় নীল অংশে ক্লাস্টারগুলি দেখানো হয়েছে। এনজিও, জাতিসংঘের সংস্থা, রেড ক্রস/ রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, এবং মানবিক সাড়াদানে যুক্ত সরকারি সংস্থাগুলো ক্লাস্টারের সদস্য হতে পারে। এরা নিজেদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সংকটের প্রতিটি পর্যায়ে সংকটাপন্ন মানুষদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। সংকটের পর্যায়গুলি এই চিত্রে তীরচিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ক্লাস্টার পদ্ধতিতে সাধারণ কৌশল ও সেরা রীতিনীতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো হয়, সেইসাথে সহায়তা কর্মকাণ্ডে পুনরাবৃত্তি এড়ানো হয়, সহায়তায় থাকা ফাঁকগুলি পূরণ করা হয় এবং সকলের মধ্যে তথ্য ভাগ করে নেয়া হয়। এরা সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকতে জাতীয় স্তরে সক্ষমতা গড়ে তোলে এবং আরও কার্যকর ও দায়িত্বশীল মানবিক সহায়তায় উৎসাহ দেয়। সুরক্ষার নীতিগুলি সমুন্নত রাখা এবং যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ করা প্রত্যেকটি ক্লাস্টারেরই দায়িত্ব।

আন্তর্জাতিক স্তরে ১১টি ক্লাস্টার রয়েছে। একই ক্লাস্টারগুলি প্রয়োজনে জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় করা যেতে পারে আবার নির্দিষ্ট সংকট মোকাবেলা করার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়েও সক্রিয় করা যেতে পারে। প্রত্যেক আন্তর্জাতিক ক্লাস্টার জাতিসংঘের একটি বা দুইটি সংস্থা দ্বারা অথবা একটি জাতিসংঘের সংস্থা এবং একটি আন্তর্জাতিক এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ক্লাস্টারগুলি সাধারণত একটি জাতিসংঘের সংস্থা এবং একটি এনজিও-র নেতৃত্বে যৌথভাবে পরিচালিত হয়। ক্লাস্টারের নেতাদের সেইসব জায়গায় দুর্গত মানুষদেরকে সেবাদানের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ যেখানে অন্য কোনও সংস্থার পক্ষে সেবাদান করা সম্ভব নয়।

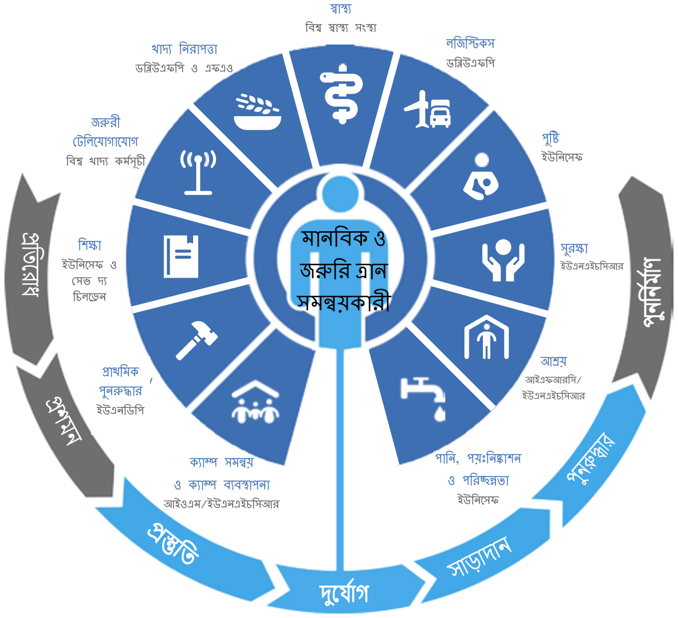

আন্তর্জাতিক স্তরে ইউনিসেফ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন শিক্ষা ক্লাস্টারের নেতৃত্ব প্রদান করে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি কৌশলগত উপদেষ্টা দল অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেয়। জাতীয় স্তরে সাধারণত ইউনিসেফ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন শিক্ষা ক্লাস্টারের নেতৃত্ব দেয়, তবে অন্য কোনও এনজিও সহ-নেতৃত্বে থাকতে পারে।

কেন আমার সংস্থার ক্লাস্টার পদ্ধতিতে যোগ দেয়া উচিৎ?

কিছু ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও, ক্লাস্টার পদ্ধতির নিম্নোক্ত সুযোগসুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে আপনার সংস্থা আরও কার্যকরভাবে দুর্গত মানুষদেরকে সহায়তা দিতে পারে:

- প্রভাব ও দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি এবং কার্যপদ্ধতি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারা
- অর্থায়নের সুযোগ
- কৌশলগত নির্দেশনা ও সহায়তা প্রাপ্তি
- অন্যরা কী কাজ করছে এবং সহায়তায় কোনও ফাঁক থাকছে কিনা সেই তথ্য জানতে পারা
- অন্য সংস্থাগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ

ক্লাস্টারে যোগ দিলে কি আমার সংস্থা আরও প্রভাবশালী হতে পারবে?

একটি সংস্থার একার পক্ষে জাতিসংঘ, দাতাগোষ্ঠী বা জাতীয় কর্তৃপক্ষের নীতিতে প্রভাব বিস্তার করা দুরূহ বিষয়। যেমন, আপনার মনে হতে পারে যে জাতিসংঘের অংশীদারিত্বের পদ্ধতি স্পষ্ট নয়, দাতারা অর্থায়নের প্রস্তাবে যে আবশ্যকতাগুলি উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণমূলক, অথবা জাতীয় কর্তৃপক্ষ মানবিক সংস্থাগুলির কাজে অহেতুক বাধা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য আগ্রহী সংস্থাগুলোর সাথে একসাথে কাজ করলে আপনি তাদেরকে আরও সহজে প্রভাবিত করতে পারবেন। তাছাড়া আপনার সংস্থা ক্লাস্টারের সাথে যৌথভাবে কাজ করে, এর টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ বা কৌশলগত উপদেষ্টা দলে যোগ দিয়ে, অথবা ক্লাস্টারকে সহ-নেতৃত্ব প্রদান করে দৃশ্যমানতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারেন।

ক্লাস্টারের মাধ্যমে কি আমার সংস্থায় অর্থায়ন হতে পারে?

ক্লাস্টার সরাসরি অর্থায়ন করে না, তবে ক্লাস্টারের সদস্যদের কিছু অর্থায়নের সুযোগ থাকে যা অন্যদের থাকে না। যেমন, ক্লাস্টারের সদস্য হলে তবেই আপনি দেশভিত্তিক যৌথ তহবিল থেকে অর্থায়নের আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারকে কোন কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে তা জানানোর মাধ্যমে কোন মূল ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন হচ্ছে না তা দাতাদের কাছে তুলে ধরা যায়। দাতারা প্রায়শই প্রত্যাশা রাখেন যে তারা যে সংস্থাকে অর্থায়ন করছেন তাদের গৃহীত কর্মসূচী ক্লাস্টারের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ক্লাস্টার একাধিক দাতাদের অর্থায়নে গঠিত দেশ-ভিত্তিক যৌথ তহবিল (কান্ট্রি বেসড পুলড ফান্ড) কীভাবে বন্টন করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণ সমন্বয়কারী সংস্থা ওসিএইচএ (OCHA) এই তহবিল থেকে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থায়ন করে। এছাড়াও মানবিক সাড়াদান পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্লাস্টারগুলি তাদের সেক্টরের জন্য লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং বাজেট নির্ধারণ করে। অর্থায়নের অগ্রাধিকার পরিকল্পনা করতে দাতারা এগুলি বিবেচনা করেন।

ক্লাস্টারে যুক্ত হলে আমার সংস্থার কি কারিগরি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবে?

ক্লাস্টার সমন্বয়কারী এবং ক্লাস্টারের সদস্যরা এমন কৌশলগত বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, যা হয়ত আপনার কাছে নতুন। আপনিও অন্যান্য সদস্যদের একইভাবে সাহায্য করতে পারেন। সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য কিছু ক্লাস্টারের রিমোট হেল্পডেস্ক থাকে এবং জাতীয় ক্লাস্টার কোনো প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করলে অনেক ক্লাস্টার কৌশলগত সহায়তা দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠায়।

গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টার হেল্প ডেস্ক কৌশলগত সমন্বয় এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেয় ও অনুরোধে অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে। যেমন: উপযুক্ত রিসোর্স, টুল ও সহায়িকা সরবরাহ করা, অথবা আরও সহায়তার জন্য সেই অনুরোধ কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ করা। হেল্পডেস্কের সাথে ইমেইল অথবা স্কাইপের (help.edcluster) মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। হেল্পডেস্কে আরবি, ইংরেজি, ফরাসি এবং স্প্যানিশ ভাষায় সহায়তা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও অনলাইনে অনেকগুলি সেক্টর-নির্দিষ্ট কৌশলগত নির্দেশিকা রয়েছে এবং এগুলো ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে ক্লাস্টারের সদস্য হতে হবে না। যেমন, স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, আশ্রয় ও বসতি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে ন্যূনতম মানবিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ৩৫টি ভাষায় পাওয়া যায়।

শিক্ষার আইএনইই (INEE) ন্যূনতম মানদণ্ড: প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধারে জরুরী অবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর সাড়াদানের ভিত্তিমূলক বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মরত সংস্থাগুলির জন্য অন্যান্য কারিগরি নির্দেশনা INEE ওয়েবসাইটে এবং গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টারের লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে।

ক্লাস্টার থেকে আমি কী তথ্য পেতে পারি?

ক্লাস্টার “4Ws” এর মতো তথ্য ব্যবস্থাপনার টুল তৈরি করে যার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় যে: কে (Who) কখন (When), কোথায় (Where), কী (What) করছে। এগুলো আপনার সংস্থাকে কোথায় কোন কার্যক্রম চালাতে হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। এছাড়াও অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এবং সাড়াদানের কৌশল চিহ্নিত করতে ক্লাস্টার প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন এবং সাড়াদানে কোথায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে। আপনি আপনার সংস্থার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে ক্লাস্টারের সাথে তথ্য ভাগ করে নিলে তা আরও বড় সমস্যার সমাধান খুঁজতে এবং সাড়াদানের সার্বিক মান ও জবাবদিহিতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

আমি কি ক্লাস্টারে যোগ দিলে আরও বেশি সংস্থার সাথে অংশিদারিত্ব গড়ে তুলতে পারবো?

আপনি আপনার ক্লাস্টারের নেতৃত্বে থাকা সংস্থা, ক্লাস্টারের অন্যান্য সদস্য এবং তার পাশাপাশি জাতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন। এটা আপনাকে সমমনা সংস্থাগুলোর সাথে তথ্য এবং দক্ষতা বিনিময় করার সুযোগ করে দিতে পারে। জোরদার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ অর্থায়ন এবং অ্যাডভোকেসিতে অংশিদারিত্বের সুযোগ থাকে। ব্যাপকভাবে স্বীকৃত অংশিদারিত্বের মূলনীতি এই ধরনের সম্পর্কে সমতা ও স্বচ্ছতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে।

ক্লাস্টারের সদস্য হওয়ার জন্য কী করতে হবে?

ক্লাস্টারের সদস্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনও শর্ত অথবা আবেদনের পদ্ধতি নেই, তবে কয়েকটি বিষয় আপনাকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

- দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের জন্য সময় দেয়া: নিয়মিত মিটিং-এ যোগ দেয়া, কৌশল গঠনে পরামর্শ দেয়া, মিটিংয়ে এবং 4Ws এর মতো টুলে প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী তথ্য দিয়ে সাহায্য করা, প্রয়োজনে কারিগরি দক্ষতা দিয়ে সাহায্য করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সহ-নেতৃত্বের দায়িত্ব নেয়া, অ্যাডভোকেসির অগ্রাধিকারগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা
- আপনার কাজের জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক: এক বা একাধিক সেক্টরের জন্য প্রাসঙ্গিক এমন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন
- ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি: আপনার সংস্থাকে অবশ্যই
  - মানবিকতা, নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতহীনতা এবং স্বাধীনতার মানবিক নীতিসমূহ সমুন্নত রাখতে হবে
  - বৈষম্যহীনতা এবং “কোনও ক্ষতি নয়” এর মূলনীতি অনুসরণ করার পাশাপাশি সকল কার্যক্রমে ক্লাস্টার ভিত্তিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং সুরক্ষার মূলধারাকরণ করতে হবে
  - ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতার অঙ্গীকার এবং যৌন হয়রানি ও নির্যাতন সম্পর্কে ৬টি মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমন কার্যক্রমে অংশ নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে যা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে।

ক্লাস্টার মিটিং এবং নথিপত্রে সাধারণত একটি দেশের প্রধান সরকারি ভাষা অথবা ইংরেজি এবং ফরাসীর মতো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করা হয়। ক্লাস্টার সমন্বয়ের ন্যূনতম দায়বদ্ধতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্লাস্টারকে উপযুক্ত ভাষায় (সাংকেতিক ভাষা সহ) দোভাষী সেবা সরবরাহ করতে হবে যাতে স্থানীয় সংস্থাসহ ক্লাস্টারের সকল সদস্য অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্যবশত এখনো এটা সাধারণত মেনে চলা হয়না, তবে কিছু ক্লাস্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমার সংস্থা কীভাবে ক্লাস্টার ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারে?

- আপনার কাজের জন্য কোন ক্লাস্টারটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা খুঁজে বের করুন। সক্রিয় ক্লাস্টারের তালিকা এবং তাদের দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলি দেখতে humanitarianresponse.info অথবা reliefweb.int ভিজিট করুন। কিছু ক্ষেত্রে, আপনি আপনার দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থার ওয়েবসাইটে এই তথ্যগুলো পাবেন।
- আপনার দেশে ঐ ক্লাস্টারগুলির জন্য কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলি জানুন এবং আপনাদের কার্যক্রমের জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত তা দেখুন: আপনি কোন আলোচনায় অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেবেন তা ঠিক করতে এটি সহায়তা করবে। কৌশলগত নথিগুলো উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে

পাওয়া যাবে। আপনার দেশের জন্য মানবিক সাড়াদানের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কৌশলের মূল বিষয়গুলিও প্রকাশ করা হবে যা উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে।

- এক বা একাধিক অভিজ্ঞ কর্মী নির্বাচন করুন যাদের এই ক্লাস্টারগুলির সাথে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার উপযুক্ত কৌশলগত দক্ষতা রয়েছে।
- উপরের ওয়েবসাইটগুলি থেকে আপনার দেশের প্রাসঙ্গিক ক্লাস্টার সমন্বয়কারীদের সনাক্ত করুন। তারা শুধুমাত্র তাদের সংস্থার জন্যই নয়, ক্লাস্টারের জন্যেও কাজ করেন; তাই তারা কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ পরামর্শ দিতে পারবেন। ওসিএইচএ (OCHA) কর্মীরাও আপনার দেশের ক্লাস্টার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

অন্য কোন কাঠামোগুলি ক্লাস্টার ব্যবস্থার অংশ?

প্রতিটি মানবিক সাড়াদান কর্মকাণ্ডে ক্লাস্টারগুলি ওসিএইচএ (OCHA) এর সভাপতিত্বে একটি আন্ত-ক্লাস্টার সমন্বয় দলের মধ্যে একত্রে কাজ করে। মানবিক সাড়াদান বিষয়ক জাতীয় দলে (হিউম্যানিটেরিয়ান কান্ট্রি টিম) ওসিএইচএ এবং জাতিসংঘের অন্যান্য কর্মরত সংস্থার প্রধান, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, এবং রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্টের প্রতিনিধি মানবিক সাড়াদানের কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হন। একজন মানবিক সমন্বয়কারী হিউম্যানিট্যারিয়ান কান্ট্রি টিমের সভাপতিত্ব করেন। ক্লাস্টারের নেতৃত্ব দানকারী সংস্থাগুলির দায়িত্ব হল হিউম্যানিট্যারিয়ান কান্ট্রি টিমের কাছে ক্লাস্টার-নির্দিষ্ট উদ্বেগ এবং সমস্যাগুলি উত্থাপন করা। জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং দাতারাও কিছু হিউম্যানিট্যারিয়ান কান্ট্রি টিমে অংশ নেন।

হিউম্যানিট্যারিয়ান কান্ট্রি টিম এবং তার সদস্যরা জাতীয় ক্লাস্টারগুলির উত্থাপিত বিষয় নিয়ে বৈশ্বিক স্তরে আলোচনার জন্য সেগুলি আন্তঃ-সংস্থা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে উত্থাপন করতে পারে। জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন এবং জাতিসংঘের কার্যকর সংস্থাগুলোর প্রধান, আইএফআরসি, আইসিআরসি এবং বৈশ্বিক এনজিও সংঘের প্রতিনিধিরা এর সদস্য।

ক্লাস্টার ছাড়াও বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে মানবিক সহায়তা এবং সেবার সমন্বয়সাধনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিকেশন ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অংশগ্রহণ এবং তাদের প্রতি জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে একসাথে কাজ করতে পারে। ক্লাস্টার পদ্ধতির বাইরে, এনজিও'গুলি প্রায়ই জাতীয় বা আঞ্চলিক এনজিও ফোরামগুলিতে সমন্বয় সাধন, তথ্য বিনিময় এবং অ্যাডভোকেসি করে। এই ফোরামগুলি সদস্য-চালিত এবং সদস্যরা যৌথভাবে কার্যপরিধি এবং সদস্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। যদি এনজিও'গুলির মনে হয় যে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে তাদের উদ্বেগের সমাধান হচ্ছে না, তাহলে এই ফোরামগুলি সহায়তার একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক হতে পারে। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংঘ এনজিওগুলিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকতে সহায়তা করে। এর মধ্যে রয়েছে আইসিভিএ (ICVA), ইন্টারঅ্যাকশন (InterAction), দ্য স্টিয়ারিং কমিটি ফর হিউম্যানিট্যারিয়ান রেসপন্স এবং এনইএআর নেটওয়ার্ক (NEAR Network)।

এই চিত্রে বিভিন্ন স্তরে যে প্রধান সমন্বয় কাঠামোগুলোর সাথে এনজিওগুলি যুক্ত হতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

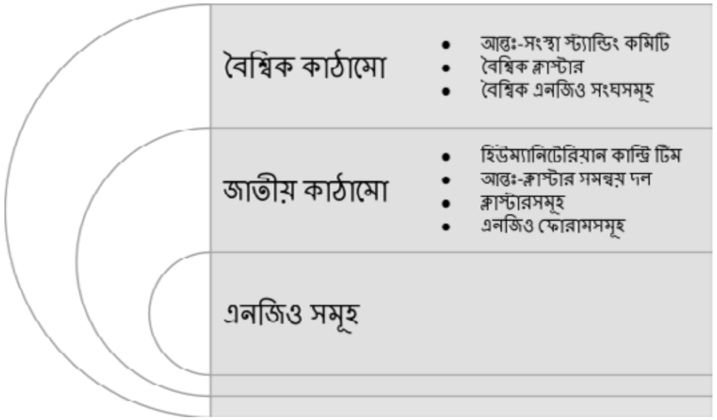

ক্লাস্টার পদ্ধতি কি সকল মানবিক সঙ্কটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

যেহেতু মানবিক সংকটগুলির মাত্রা এবং জটিলতা বিভিন্ন রকম হতে পারে, তাই পরিস্থিতির সাথে সমন্বয়কে সংগতিপূর্ণ করে তুলতে হবে এবং সাড়াদানে পরিবর্তনের সাথে সাথে এতেও পরিবর্তন করতে হতে পারে। ক্লাস্টার পদ্ধতি তখনই প্রয়োগ করা হয় যখন কোনও জাতীয় সরকারের মানবিক প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে না এবং তারা জাতিসংঘকে সমন্বয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ নেতৃত্ব দেয় এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সহ-নেতৃত্ব দেয়; এসব ক্ষেত্রে, সমন্বয় দলগুলিকে সাধারণত ক্লাস্টার না বলে "সেক্টর" বলা হয়। সেক্টরগুলি সাধারণত ক্লাস্টারের মতো একই মাত্রার সংস্থান এবং সহায়তা পায় না।

শরণার্থীদের ক্ষেত্রে, জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা, ইউএনএইচসিআর, মানবিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করে এবং সেক্টরীয় দল গঠন করে, যেগুলির আশ্রয়দাতা দেশের সরকারী সংস্থা, এনজিও এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থাসমূহ নেতৃত্ব বা সহ-নেতৃত্ব দেয়। মিশ্র-অভিবাসনের ক্ষেত্রে, জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা আইওএম (IOM) সমন্বয়ের দায়িত্ব নিতে পারে। মিশ্র পরিবেশে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শরণার্থী, অভিবাসী, দেশের মধ্যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (আইডিপি) এবং অন্যান্য দল অন্তর্ভুক্ত থাকে, শরণার্থী বা অভিবাসন সমন্বয়ের পাশাপাশি ক্লাস্টার ব্যবস্থা থাকতে পারে। এই সমন্বয় প্রক্রিয়াগুলির বাস্তবায়ন পৃথক হলেও এই নির্দেশিকায় বর্ণিত অনেকগুলো নীতি সবার জন্যই প্রযোজ্য।

আমার আর কী জানা প্রয়োজন?

- আন্তঃ-সংস্থা স্ট্যান্ডিং কমিটি, জাতীয় স্তরে ক্লাস্টার সমন্বয়ের জন্য রেফারেন্স মডিউল (২০১৫)। এই নথিটিতে মানবিক কর্মীদের জন্য ক্লাস্টার ব্যবস্থা বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- ইউএনএইচসিআর, শরণার্থী সমন্বয় মডেল। এই ওয়েবপেইজটি ইউএনএইচসিআর এর শরণার্থী সাড়াদানের সমন্বয় মডেল এবং এটি কীভাবে বৃহত্তর মানবিক সমন্বয় কাঠামো এবং ক্লাস্টার পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত তা ব্যাখ্যা করে।
- ইউএনএইচসিআর-ওসিএইচএ (UNHCR-OCHA), মিশ্র পরিস্থিতি সম্পর্কিত যৌথ নোট: কর্মক্ষেত্রে সমন্বয় (২০১৪)। এই নথিটি শরণার্থী সংক্রান্ত জটিল জরুরি অবস্থায় ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধি এবং এইচসি (মানবিক সমন্বয়কারী) এর মধ্যে কীভাবে দায়িত্ব ভাগ করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।
- বৈশ্বিক সুরক্ষা ক্লাস্টার, সুরক্ষার মূলধারাকরণ। এই ওয়েবপেইজটি সুরক্ষা নীতিগুলি ব্যাখ্যা করে এবং এতে সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থানের লিঙ্ক রয়েছে।
- আইসিভিএ, অংশীদারিত্বের মূলনীতি: প্রতিশ্রুতির বিবৃতি। এই ওয়েবপেইজটিতে অংশীদারিত্বের মূল নীতিগুলোর মূল নথির অনুবাদ সহ বিভিন্ন সংস্থান আছে।

অন্যান্য তথ্যমূলক ওয়েবসাইট

- আইসিভিএ, মানবিক সমন্বয় সম্পর্কিত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম
- আইসিভিএ, মানবিক অর্থায়ন সম্পর্কে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম
- হিউম্যানিট্যারিয়ান লিডারশীপ অ্যাকাডেমি, মানবিক সাড়াদান ভিত্তি সম্পর্কিত অনলাইন কোর্স
- অল ইন ডায়রি (AID),মানবিক সেক্টরের বিভিন্ন দিক নিয়ে একগুচ্ছ এক পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ
- বিল্ডিং ব্যাক বেটার, স্ফিয়ার নীতি এবং মানদণ্ডের ভূমিকা এবং ইন্টারেক্টিভ দৃশ্যপট ভিত্তিক অনলাইন কোর্স
- DisasterReady.org, মানবিক সেক্টরের মূল বিষয়গুলি নিয়ে ৬০০-ও বেশি প্রশিক্ষণ সংস্থান
- ইউনিসেফ, গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টার মূল সমন্বয় প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ক্লাস্টার সমন্বয় সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টারের হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করুন অথবা লোকালাইজেশন স্পেশালিস্ট Kemal Alp Taylan কে ইমেইল করুন: kemal.alptaylan@savethechildren.org

সমন্বয় সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দসংক্ষেপ

- 3W / 4W – কে কোথায় কখন এবং কী করবে তার ডেটাবেস
- AAP – অ্যাকাউন্টিবিলিটি ফর অ্যাফেক্টেড পপুলেশনস
- AoR – এরিয়া অব রেসপন্সিবিলিটি
- CAP – কনসোলিডেটেড অ্যাপিলস প্রসেস
- CBPF – কান্ট্রি বেসড পুলড ফান্ড
- CCRM – ক্লাস্টার কোঅর্ডিনেশন রেফারেন্স মডিউল
- CERF – সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স ফান্ড
- CLA – ক্লাস্টার লিড এজেন্সি
- ERC – ইমার্জেন্সি রিলিফ কোঅর্ডিনেটর, ওসিএইচএ (OCHA) এর বৈশ্বিক প্রধান
- ERP – ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রিপেয়ার্ডনেস
- GCCU – গ্লোবাল ক্লাস্টার কোঅর্ডিনেশন ইউনিট
- GCLA – গ্লোবাল ক্লাস্টার লিড এজেন্সি
- GEC – গ্লোবাল এডুকেশন ক্লাস্টার
- GHP – গ্লোবাল হিউম্যানিট্যারিয়ান প্লাটফর্ম
- GPC – গ্লোবাল প্রোটেকশন ক্লাস্টার
- HC – হিউম্যানিটেরিয়ান কোঅর্ডিনেটর
- HCT – হিউম্যানিট্যারিয়ান কান্ট্রি টিম
- HNO – হিউম্যানিট্যারিয়ান নিডস ওভারভিউ
- HPC – হিউম্যানিট্যারিয়ান প্রোগ্রাম সাইকেল
- HRP – হিউম্যানিট্যারিয়ান রেসপন্স প্ল্যান
- IASC – ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি
- ICVA – ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ভলান্টারি এজেন্সিস
- ICCG / ISCG – ইন্টার-ক্লাস্টার / ইন্টার সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ
- IM – ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট
- IMO – ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট অফিসার
- INEE – ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সিস
- INGO – ইন্টারন্যাশনাল এনজিও
- MIRA – মাল্টি-সেক্টর ইনিশিয়াল র‌্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট
- MSNA – মাল্টি-সেক্টর নিডস অ্যাসেসমেন্ট
- NDMA – ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি
- এনজিও – নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
- OCHA – অফিস ফর দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিট্যারিয়ান অ্যাফেয়ার্স
- POLR – প্রোভাইডার অফ লাস্ট রিসোর্ট
- SAG – স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপ
- SCHR – স্টিয়ারিং কমিটি ফর হিউম্যানিট্যারিয়ান রেসপন্স
- Sitrep – সিচুয়েশন রিপোর্ট
- SOP – স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (সাধারণ কার্যপদ্ধতি)
- TEG – থিমেটিক এক্সপার্ট গ্রুপ
- ToR – টার্মস অফ রেফারেন্স (কার্যপরিধি)
- TWG / TWiG – টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ
- UNHCR – ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজিস
- UNICEF – ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেনস ফান্ড